ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭২৩

আগরতলা,৩ সেপ্টেম্বর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''প্যাথলজি ল্যাবে সরকারি নজর নেই, ঠকছেন মানুষ,'' এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে আটটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঊনকোটি জেলায় বর্তমানে মোট ৩৩টি ক্লিনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন এবং ৬২টি প্যাথলজি ল্যাব(রেডিওলজি/এক্স-রে সুবিধাসহ) চালু আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহই ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট এবং পিসি-পিএনডিটি আইনের অধীনে বৈধভাবে নিবন্ধিত। এই ক্লিনিকগুলিতে জরুরী রোগের রিপোর্টিং ও প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহের কাজও সম্পাদিত হচ্ছে। অনেক ক্লিনিক ফার্মেসির সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত, তবে কোনও ক্লিনিক ফার্মেসির ভিতরে পরিচালিত হচ্ছে না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করার পূর্বে ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট (এবং পিসি-পিএনডিটি) আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র যাচাই করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন অযোগ্য ঘোষণা করে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট টিম নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করে এবং সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ল্যাবরেটরি নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়। আগস্ট মাসের রিপোর্ট অনুসারে সিপাহীজলা জেলাতে ল্যাবরেটরি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং অন্যান্য সেন্টারসহ মোট ৬৭টি ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, যার মধ্যে একটির প্রভিশন্যাল রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এর ক্ষেত্রে ছয় মাসের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি মাত্র নার্সিংহোম সেখানে রয়েছে, সেটি পরিদর্শনের পর বন্ধ করা হয়েছে।

খোয়াই জেলায় ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজরি টিম নিয়মিতভাবে ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টগুলোর পরিদর্শন করে আসছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাক্-নিবন্ধন পরিদর্শন, নিয়মিত তদারকি, এবং অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন। নথিপত্র অনুযায়ী, একাধিকবার নিয়মিতভাবে এসব পরিদর্শন করা হয়েছে। প্যাথলজি ল্যাবে কোনো ধরনের পরিদর্শন হয়নি, এই অভিযোগটি তথ্যগতভাবে সঠিক নয়।

পশ্চিম জেলায়ও পরিদর্শনকারী দল নিয়মিত পরিদর্শন করছে এবং অ-নিবন্ধিত নার্সিং হোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রোপাইটরদের তাৎক্ষণিকভাবে নোটিশ প্রদান করছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী নিবন্ধন প্রদান করে থাকে। সম্প্রতি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ ৩৯টি অ-নিবন্ধিত ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টকে বন্ধ করার নোটিশ ইস্যু করছে। 'কাট মানি' সংক্রান্ত বিষয়ে এখন পর্যন্ত জেলা নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। গত সাত মাসে পরিদর্শনকারী দল মোট ১০১টি ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট পরিদর্শন করেছে।

২-এর পাতায়

গুণমান পরীক্ষার রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সমস্ত ল্যাবরেটরিকে বাধ্যতামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ গুণমান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাহ্যিক গুণমান নিয়ন্ত্রণও বজায় রাখার নির্দেশ দিতে পারেন, এবং তা একটি পৃথক রেজিস্টারে প্রস্তুত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়, যাতে পরিদর্শনের সময় তা প্রদর্শন করা যায়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ৫৭টি বেসরকারি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ল্যাবরেটরি এবং ৯টি বেসরকারি এক্স-রে ল্যাবরেটরি চালু আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০১৮-এর অধীনে নিবন্ধিত। এই ল্যাবরেটরিগুলো নিয়মিতভাবে এই অফিসের নির্ধারিত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শিত হয়, যাতে স্বাস্থ্যবিধি, যন্ত্রপাতি, কর্মী ও রিপোর্টিং প্রোটোকল সমূহের নির্ধারিত মান বজায় রাখা হয়। পরিদর্শনের সময় যেখানে কোনো অনিয়ম বা অসঙ্গতি যেমন অবকাঠামো, ডকুমেন্টেশন বা সেবাদানে ঘাটতি চিহ্নিত হয়, সেগুলো বিভাগীয় নির্দেশিকা অনুসারে দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০১৮ অনুযায়ী সঠিক ল্যাব পরিষেবা রক্ষায় সকল বেসরকারি ল্যাব মালিকদের জন্য নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সব ধরনের পরিষেবার ক্ষেত্রে, এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার ক্ষেত্রেও, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গুণগত মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ধলাই জেলায় ‘‘ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজিং টিম’’ রয়েছে, যার চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার, সদস্য হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স অফিসার এবং চিফ মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক মনোনীত এক কর্মকর্তা আছেন। এই ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজিং টিম ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৮ ও ২০২১ সালের বিধি অনুযায়ী সমস্ত প্যাথলজি ল্যাব এবং এক্স-রে ইউনিটগুলোর নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে থাকে। টিমটি প্রতিটি প্যাথলজি ল্যাব ও এক্স-রে ইউনিট প্রতি তিন মাস অন্তর পরিদর্শন করে এবং পরিদর্শন রিপোর্ট সময়োচিতভাবে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করে। বিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বিধিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশও জারি করা হয়। সম্প্রতি ১৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে এক বিধিভঙ্গকারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

গোমতী জেলায় ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৮ অনুসারে ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজিং টিম(ডিএসটি) গঠন করা হয়েছে। এই জেলায় ৫৪টি ল্যাব, এক্স-রে ক্লিনিক ৬টি, নার্সিং হোম ১টি, ইউএসজি ক্লিনিক ১৩টি রয়েছে। অফিসিয়াল নথিপত্র অনুসারে কিংবা পরিদর্শনকালে ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজিং টিমের সদস্যরা প্রেস ক্লিপিংয়ে উল্লিখিত ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৮ লঙ্ঘনের কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি। এছাড়াও, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগও জমা পড়েনি।

উত্তর জেলায় প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাবরেটরি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারিতে আছে। এখানে কোনো রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্যাথলজি ল্যাবরটরি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেনি।

*****